No. of Printed Pages : 16

एम.टी.टी.-003

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

00173

सत्रांत परीक्षा

जून, 2017

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. अनुवाद में मातृभाषा का प्रभाव कैसे पड़ता है और उसके चलते किस प्रकार की भूलों की संभावना बनी रहती है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 20

अथवा

विज्ञापनों का अनुवाद करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। यह समाचारों के अनुवाद से किस तरह अलग है?

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : 5

বছর বয়স	আগামী	আলাদা	ব্যবস্থা
শেষ মক্কেল	ভাগ	বাসিন্দা	কোটি

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों का बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

आत्मनिर्भरता	साफ-सुथरा
कूड़ा	हाथ
इच्छुक	आत्मसम्मान
छात्र	धुआँधार
भविष्य	योजना

4. निम्नलिखित शब्दों में से **किन्हीं पाँच** का बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिन्दी और बांग्ला वाक्यों में अलग-अलग प्रयोग कीजिए : 20

बहस	आदत	मज़ाक	नाराज
लगभग	मुखिया	कदम	टेसू
धूप	जड़		

5. निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** के हिन्दी में अनुवाद कीजिए : 10x4=40

(a) - এ মা ! ছি ছি !

- ছি ছি বললে কী হবে, আজ অবধি তো তোমাকে স্বীকার করতে দেখলুম না যে তোমার শ্বশুর হল - শ্বশুর উইথ এ ডিফারেন্স। - একটু তরল হলেন কল্যাণবাবু।
- এ মা। আমি আপনাকে বাবা বলে ডাকি, বাবাই ভাবি।
- তা হলে তোমার মন কেন এত খারাপ সে কথা তো বলছ না।
- মনখারাপ ? কে বললে ? - মল্লিকা আকাশ থেকে পড়ল।
- মন খারাপ নয় ?
- না তো !
- তাহলে এমন উদাস দেখি কেন ? সব ভুলে যাও। সংসারে মন দেখি না কেন মা ? ভাল লাগে না ?

- ব্যস। অমনি মল্লিকার চোখ ছলছল।

- আমি একেবারে অপদার্থ, বাবা, এবার থেকে চেষ্টা করব।

- শোনো, কল্যাণবাবু উঠে বসলেন - তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। আমি কিন্তু তোমার বিচার করছি না। সেনসার নয় এটা। একেবারেই নয়। সবাইকার সব কিছু ভাল লাগে না, এটা ফ্যাক্ট। আমি জাস্ট জানতে চাইছি। না ভাল লাগে তো আর একটা লোক রেখে দাও। - দৈনন্দিন কাজগুলো সত্যিই বড় ক্লান্তিকর।

মল্লিকা বলল, আরও একটা লোক ? তাহলে আমি কী করব ? আর তো কিছু করতে শিখিনি !

- বেশ তো ! খেদ থাকে তো কিছু শেখো না !

- এই বয়সে ?

- শেখার আবার বয়স আছে না কি ?

- না বাবা, আমার কিছু শিখতে-টিখতে ইচ্ছে করে না। একটু বেরোতে পারলে অনেক সময়ে ভাল লাগে। কিন্তু সে তো আপনার ছেলের সময় হয় না।

- নিখিল তো প্রায়ই থিয়েটার যাবার জন্য সাধাসাধি করে ?

উত্তরে মল্লিকা বলল, বাবা, ওর এবার বিয়ে দিন না !

কল্যাণবাবু হেসে বললেন, তাতে নিখিলের সমস্যার সমধান হবে, তোমার সমস্যার হবে কী ?

- হবে ! ঠিক হবে। - নিখিলের বিয়ের জন্যে মল্লিকা এমন ধরে পড়েছিল, যে পরদিন থেকেই উঠে-পড়ে লাগতে হল তাঁকে।

(b) কৈলাসনগরে ভাল কলেজ থাকলেও তার খ্যাতি আগরতলার মহারাজের স্থাপিত কলেজের মতো নয়। স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় অজয় জেদ ধরেছিল সে আগরতলায় পড়তে যাবে। কলেজ এবং হোস্টেলের খরচ চালানো ওর বাবার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু তিনি চাইছিলেন ছেলে চোখের সামনে থাকুক । মুশকিল হল ওর মামাকে নিয়ে। তিনি নির্দেশ পাঠালেন, 'ভাগ্নে যা চাইছে তাই করতে দেওয়া হোক।' সম্বন্ধীর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা শুধু হেমেন দেববর্মা কেন, ত্রিপুরার বেশির ভাগ উপজাতি মানুষের নেই।

তবে একটি ব্যাপারে হেমেন দেববর্মা নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ছেলে অজয় মামার পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। মামাকে সে শেষবার দেখেছে তার আট বছর বয়সে। তখন থেকেই মামা আন্ডারগ্রাউন্ড,

স্বাধীন ত্রিপুরা আন্দোলনের পুরোভাগে। দশ-বারো বছর বয়সে পৌঁছালেই অনেক উপজাতি কিশোর ওই স্বাধীন ত্রিপুরার জ্বরে আক্রান্ত হয়। পড়াশুনা চুলোয় যায়। বাড়ি ছাড়ে। বিছানায় শুয়ে রোগে ভুগে তাদের মৃত্যু হয় না। তারা মরে বি.এস.এফ. অথবা আধা সামরিক বাহিনীর গুলিতে। সেটা যদি কপালে না লেখা থাকে তা হলে পাল্টা জঙ্গি সংগঠনের এ.কে. ফর্টি সেভেন তো উঁচিয়ে থাকেই। অজয় এই আবেগে ভাসেনি। মন দিয়ে পড়াশুনা করেছে। হেমেন দেববর্মা ছেলের কানে সুপরামর্শ ঢেলে দিয়েছেন সবসময়।

(c) তাই করা হল। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে সেই খালি কাঠের বাড়িতে চলে এল ওরা। নীচে হলঘর, ওপরে দুটো শোওয়ার ঘর। কুদ্দুসসাহেব এলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে খাবার এল।

সোনাচাচা ছেলেদের নেতাকে ডেকে বললেন, 'দুজন করে ছেলে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এমনভাবে হেঁটে যাবে। গেটের ওপর সিঙ্গাপুরের দাতব্য প্রতিষ্ঠান লেখা সাইন বোর্ড আছে। বাড়িটার সামনে একদম দাঁড়াবে না। হেঁটে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসবে। লক্ষ রাখবে ওই বাড়ির ভেতরটা দেখা যায় কিনা। কেউ আসে যায় কিনা।

ওরা ফিরে আসার আধঘন্টা পরে অন্য একজনকে পাঠাবে। একজন। সে ফিরে এলে আবার দুজন যাবে। এইভাবে সন্ধে পর্যন্ত চললে হয়তো কিছু খবর পেতে পারি। বলে দাও, কেউ যেন এমন কিছু না করে যাতে ওদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়।'

ঘন্টা দেড়েক বাদে রিপোর্ট এল বাড়িতে কেউ নেই, অন্তত বাইরের রাস্তা থেকে তাই মনে হচ্ছে। সোনাচাচার সঙ্গে মোবাইল ছিল। বাসুদেব বলল, 'একবার ডায়াল করে দেখবেন নাকি ?'

'কেন ?'

'গলা শুনে বলতে পারব বিশ্বজিত দেববর্মা ওখানে আছে কিনা।'

'বোধহয় ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই ওর বাবাকে ফোন করে পায়নি। যা নেটওয়ার্ক বলছ তাতে নিশ্চয়ই জেনে গেছে ওর বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য ওর আর এই নাম্বারে থাকার কথা নয়। তবে বিদেশে আছে বলে ভাবতে পারে ওকে এখানে কেউ ছুঁতে পারবে না। কিন্তু আবার যদি ব্ল্যাঙ্ক কল যায় তাহলে ও পালিয়ে যেতে পারে।'

সোনাচাচার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এত কাণ্ডের পর যদি ওই বাংলোতে গিয়ে দেখা যায় বিশ্বজিত দেববর্মা নেই তাহলে ? তাহলে

আগরতলায় ফেরার মুখ থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে লটারির টিকিট কাটার মত হয়ে গেল ব্যাপারটা। উল্টে দশরথকে ধরে রাখা, যন্ত্রণা দেওয়ার পুরোটা দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। প্রমাণ করতে পারলে আইন শাস্তি দেবে, না হলে টাইগাররা চুপ করে থাকবে না। বাসুদেবের খুব ইচ্ছে করছিল মোবাইলে ফোন করে দেখে বিশ্বজিত দেববর্মা ওই বাড়িতে থাকে কিনা।

শ্রীমঙ্গলের এই অঞ্চল, বর্ডার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। নিশ্চয়ই সৌমিত্রকে ধরে এনে ওরা ওই বাড়িতে রাখেনি। বাংলাদেশের এই প্রান্তে টাইগারদের কয়েকটা ক্যাম্প আছে। সেই ক্যাম্পে নিশ্চয়ই প্রচুর লোক আত্মগোপন করে আছে। এই বাংলোতে সেটা সম্ভব নয়। তাহলে কাছাকাছি ক্যাম্পটা কোথায় ? সেখানেই ওরা সৌমিত্রকে রাখতে পারে। সর্বাধিনায়কের কাছাকাছি তো ওই ক্যাম্প থাকা উচিত। বাসুদেবের মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

(d) সাত দিনে একটা দেশ চেনা যায় না, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে একটি কড়ে আঙুলের মতো দেখতে সেই দেশ লম্বালম্বি ছ'ঘন্টায় আর আড়াআড়ি দেড় ঘন্টায় এ পার ও পার করে ফেলা গেলেও। সাত দিনে কিছু ছবি থেকে যায়। কালক্রমে অনেক ছবি

ঝাপসা হয়ে আসে। দু'চারটি থেকে যায়। এখন, ইজরায়েলে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসার দেড় বছর পরে দু'দণ্ড চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে ছবিগুলো খুঁজতে গিয়ে দেখি,সবার আগে মনে পড়ছে একটি মালগাড়ির কামরার কথা। জেরুসালেমে এক ছোট পাহাড়। পাহাড় না বলে টিলা বললেও চলে। তার নাম হর হাজিকারোন। আর একটি নামও আছে - স্মৃতির পাহাড়। সেই উঁচুতে উঠে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই চোখে পড়ে ফিকে গোলাপি রঙের কামরাটি। সামনে এক রেললাইন চলে গেছে আপনমনে, চলে গেছে পাহাড়ের কিনারা অবধি, তার পরেই হঠাৎ অনেকখানি ঝাঁপ দিয়ে নীচে এক গভীর উপত্যকা। যেখানে দু' সারি লোহার পাত থমকে গেছে, ঠিক সেইখানে, রেলপথের শেষে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ কামরা। বন্ধ, কিন্তু তার দেওয়ালে দু' জায়গায় দু' ফালি গবাক্ষ, হাওয়া চলাচল করতে পারে, দু' এক পশলা আলোও। আলো না হলেও চলত, কিন্তু হাওয়া চলাচল করার দরকার ছিল। না হলে কামরার মধ্যে অতগুলো মানুষ অতটা পথ বাঁচবে কী করে ?

মানুষ ? মালগাড়ির কামরায় ? আমাদের প্রবীণ দিশারি বললেন, ''এই রেললাইন, আর কামরা, এর নাম 'মেমোরিয়াল টু দ্য ডিপোর্টিজ।'' ডিপোর্টিজ, যাদের চালান দেওয়া হত। লহমায়

বুঝতে পারলাম কথাটির অর্থ, ওই রেললাইনের অর্থ, ওই ফিকে গোলাপি মালগাড়ির, ওই গবাক্ষের। আর বুঝতে পেরে নিজের অজান্তেই বারেক চোখ বুজে ফেললাম, শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। পুঁথির পাতায় পড়েছি সেই কাহিনী। রাত্রির অতলান্ত অন্ধকার চিরে চলেছে অজগরের মতো বিপুল ট্রেনের কামরাগুলো, ক্রমাগত শব্দ হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে, সেই কুৎসিত আওয়াজে বিরক্ত কোনও জার্মান নাগরিক লিখেছিলেন নিজের ডায়েরিতে : 'ওই হতভাগা ইহুদিগুলো! ওদের জ্বালায় রাত্রে ঘুমোনোও যাবে না।'

রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ট্রেনগুলি যেত তাদের গন্তব্যের দিকে। সবিবর, বেলজেক, মায়দানেক, ত্রেবলিন্‌কা, আউশউইৎস। সভ্যতার ইতিহাসে গত শতাব্দীর অবিস্মরণীয় উপহার সব। হিটলার ও তার নাৎসিবাহিনীর তৈরি করা মৃত্যুশিবির।

(e) *[ডাইনিং টেবিলে সৌরভের মালিক ধৃতিকান্ত ঘোষাল। দশাসই চেহারা, বাজখাঁই গলা। হাসলে দরজা জানালা ঝনঝনিয়ে ওঠে। ধৃতিকান্তর সামনে ঝকঝকে কাঁসার থালা ঘিরে ছোটবড় গুচ্ছের বাটি চামচ। পুরো বাঙালী ফর্মূলায় আজ রাত্রে ধৃতিকান্ত আর তার দেহরক্ষীকে আপ্যায়িত করছে সৌরভ ও মুন্নি।*

সাফারি স্যুট আর গলায় সোনার চেন পরা ধৃতিকান্তর দেহরক্ষী খাসনবীশ হাতে প্লেট নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ভাজাভুজি খাচ্ছে। বসে স্থির হয়ে ভোজন-টোজন বুঝি তার কর্মসংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না।

মুন্নিদের এই নতুন ফ্ল্যাটের সুসজ্জিত খাওয়া-বসার ঘরখানিতে একমাত্র বাইরের দরজা আর একটি জানালা ছাড়া - আর কোনও দরজা-জানালার বালাই নেই। প্যাসেজ চলে গেছে অন্দরমহলে, আর একটি গলিপথ গেছে সংলগ্ন টয়লেটের দিকে। দুটি পথের মুখেই দুলছে ঝিনুক মালার ঝালর। - এটা খান, ওটা খান - সেটা পড়ে রইল - আর একটু দিই - না, একটু টেস্ট না করলে শুনবোই না - কিছুই তো খেলেন না - না না আর পারব না - ইত্যাকার অজস্র অনুরোধ উপরোধ আর সহর্ষ প্রতিরোধের বন্যা বয়ে যাচ্ছে -]

ধৃতিকান্ত ॥ ... আরে আরে করছ কী ! তোমাদের বিয়েতে হাজির হতে পারিনি বলে, বৌ কি খুন করে ফেলবে নাকি সৌরভ ? শেষ যে কবে পাঁচ আঙুলে ভাত মেখে ডিনার করেছি... ভাবা যায় না !

খাসনবীশ ॥ আমি ভাজাভুজির ওপর দিয়াই চালাইলাম সার।

সৌরভ ॥ সব মুন্নি নিজের হাতে করেছে স্যার...

[সুন্দরী গৃহিণী মুন্নি - সর্বক্ষণ চোখে যার কৌতুকের ঝিলিক - আর গলায় ঈষৎ নাকি-নাকি খুচখুচে হাসি - ধৃতিকান্তর ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ছাড়ে -]

মুন্নি ॥ কুমড়োফুলের বড়াটা কেমন লাগল স্যার ?

ধৃতিকান্ত ॥ ভাবা যায় না। এই কুমড়ো বস্তুটায় চিরকালই আমার গা গুলোয় খাসনবীশ... কিন্তু তার ফুল যে এতো টেসট্‌ফুল....

খাসনবীশ ॥ সুন্দর হাতে সবকিছুই ভালো লাগে সার, কুমড়াফুলও...

সৌরভ ॥ আপনারা কিন্তু মুন্নির বকফুলের কথাটা কেউ তেমন বলছেন না -

ধৃতিকান্ত ॥ ইয়া বকফুল ! পৃথিবীতে বক নামে যে একটা ফুলও আছে....

সৌরভ ॥ বকেরই মতো দেখতে স্যার, সাদা ধপধপে....

ধৃতিকান্ত ॥ [খেতে খেতে] সেটা যে এমন ডেলিশাস, তোমার কাছে না এলে অজানাই রয়ে যেত মুন্নি ! ইট্‌স এ ডিসকভারি !

মুন্নি ॥ [একটা বাটি এগিয়ে] সর্ষেফুলের তরকারিটা

একটুও খেলেন না - উঁ - উঁ- উঁ...

ধৃতিকান্ত ॥ আহ্, সর্ষেফুল বকফুল.... বাংলার ফুলের কী মহিমা খাসনবীশ....

খাসনবীশ ॥ হ, কোথায় নাই ? সাজে আছে, পূজায় আছে, ভোজেও আছে ! মাছমাংস না কইর‍্যা, ফুলের ওপর দিয়াই চালাইলেন সৌরভবাবু...

ধৃতিকান্ত ॥ মাই সুইট লেডি, আর কী কী ফুলের রান্না জানো তুমি ? তোমার খোঁপার ওই বেলফুলের....

(f) বাস চলছে তো চলছেই। রাস্তা আর শেষ হয় না। কালো পীচে ঢাকা পথ। মন্দ নয়। আঁকা-বাঁকা, কখনও উঁচু-নিচু। মাঠ পেরিয়ে, কালভার্ট টপকে, ছোট গাঁ-গঞ্জকে পেছনে ফেলে রেখে বাস ছুটছে। ড্রাইভারের পাশে ওকে খাতির করে বসিয়েছে প্রৌঢ় কন্ডাকটর। দশ-দশ কুড়ি টাকার জায়গায় কুড়ি- কুড়ি চল্লিশ টাকা দেবে সুবন্ধু। এই কড়ারের কোনও হেরফের, দর কষাকষি হবে না দেখে কন্ডাকটর কান এঁটো করা হাসিতে বলেছিল, পাইলট সাহেবের কেবিনে উঠে পড়ুন গো বাবু। আপনি হলেন গিয়ে মেহমান। কখনও তো এ লাইনের গাড়িতে চড়তে দেখিনি। তা যাবেন যখন আক্রাবীথি তখন আর কথা কী ! পথের প্রায় শেষ। তারপরই তো মঞ্জরী নদী। এ গাড়ির যাত্রা শেষ হবে গো মঞ্জরীর পাড়ে।

সুবন্ধু এসব ভৌগোলিক বিবরণের কিছুই বুঝতে পারেনি। গত পরশু কানপুর থেকে কলকাতায় এসে শিয়ালদার এক লজে উঠেছে। সকালের ট্রেনে রানাঘাট। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে এসে ওর চক্ষু চড়কগাছ। আক্রাবীথি যাওয়ার বাসের গায়ে-ছাদে-ভেতরে থিক থিক করছে লোক। সবই প্রায় লোকাল জনতা। গাড়ি কম, মানুষ বেশি। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে।

কেটে-মটকার পাঞ্জাবি, ধাক্কাপাড়ের ধবধবে ধুতি পরা আর হাতে মেরুন কালারের ছোট স্কাইব্যাগ নিয়ে একটু দূরে অসহায় এবং বিরক্ত সুবন্ধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, একটি খালাসি গোছের ছেলে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, যাবেন কোথায় ?

ছেলেটিকে ভাল করে না-দেখেই সুবন্ধু বলেছে, আক্রাবীথি।

- সে তো অনেক দূর। বাসে তো বসতে পারবেন না। সব ভরাট।

- তাই তো দেখছি ! পরের বাস কখন ?

- সেই সাঁঝের আগে। এতক্ষণ করবেনটা কী ! আপনি কি মাস্টার ? আক্রায় কার বাড়ি যাবেন ? আগে এসেছেন কখনও ?

এতগুলো প্রশ্নের জবাবে সুবন্ধু কেবল বলেছিল, রিলেটিভ।

6. निम्नलिखित में से **किसी एक** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(a) थॉमस विल्किन्सन भलीभाँति जानता था कि 'हो' आदिवासी ज़्यादा समय तक खामोश नहीं बैठने वाले। वर्ष 1820 - 21 में तो कंपनी सरकार 'हो' विद्रोह को कुचलने में सफल हो गई थी। मगर उस बर्बर दमन ने 'हो' आदिवासियों के मन में कंपनी सरकार के खिलाफ कई गुना अधिक नफरत पैदा कर दी थी। फिर 1831 - 32 के कोल-विद्रोह में भी 'हो' आदिवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। दमनात्मक कार्रवाई द्वारा कोल-विद्रोह को भी दबा दिया गया था। 18 जनवरी, 1833 को सरायकेला में कंपनी के अधिकारियों ने एक 'हिल एसेंबली' बुलाई थी। इस सभा में कोल्हन और सिंहभूम के अधिकांश मुंडा-मानकियों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। मगर शेष गाँवों में बगावत के स्वर अब भी बुलंद थे। विल्किन्सन जानता था कि 'हो' लड़ाके फिर से संगठित होकर अवश्य उत्पात मचाएँगे। आगामी खतरे को भाँपकर विल्किन्सन ने नवंबर, 1836 से फरवरी, 1837 के बीच पुलिसिया कार्रवाई करके तमाम गाँवों को कंपनी सरकार के अधीन कर लिया था। अब कोल्हन क्षेत्र में पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता कायम हो गई थी। शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए वहाँ दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना की गई और थॉमस विल्किन्सन को एजेंसी का एजेंट बना दिया गया।

विल्किन्सन का शक पूरी तरह से सही निकला। कई गाँवों में 'हो' विद्रोही फिर से संगठित होने लगे थे। 'हो' लड़ाकों को किसी की गुलामी बर्दास्त नहीं थी। उनका इलाका उनसे छीन लिया गया था। गाँवों के मुंडा-मानकियों को कंपनी सेना ने घोर अपमानित किया था। उनके साथ मारपीट भी की गई थी। कंपनी सरकार द्वारा की गई दमनात्मक कार्रवाई में कितने ही 'हो' परिवार उजड़ गए। 'हो' समाज की स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। इन सभी कुकृत्यों की दोषी कंपनी सरकार थी। विद्रोह की ज्वाला धधक उठी।

(b) बंटवारे के दो-तीन साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को खयाल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुँचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए।

मालूम नहीं यह बात ठीक थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर-उधर ऊँचे स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल, जिनके अभिभावक हिंदुस्तान में थे,

वहीं रहने दिए गए थे और जो बाकी थे, उन्हें सीमा पार रवाना कर दिया गया था। यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि करीब-करीब सब हिंदू-सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने-रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू-सिख पागल थे, सबके सब पुलिस के, संरक्षण में सीमा पर पहुँचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुँची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगीं। एक मुसलमान पागल, जो बारह बरस से रोजाना बाकायदगी के साथ 'ज़मींदार' पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा - ''मौलवी साहब, यह पाकिस्तान क्या होता है?'' तो उसने बड़े सोच-विचार के बाद जवाब दिया-''हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है, जहाँ उस्तरे बनते हैं।''

यह जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया।